প্রথম আলো
12 FEB 2026

যুক্তরাষ্ট্রের ৬,৭১০ পণ্যে শুল্কছাড়, বাংলাদেশের ১,৬৩৮ পণ্যে সুবিধা

বাণিজ্যচুক্তির প্রভাব

যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে সই হওয়া পারস্পরিক বাণিজ্যচুক্তি পর্যালোচনা করে এই চিত্র পাওয়া গেছে।

মাসুদ মিলাদ, *চট্টগ্রাম*

যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে সই হওয়া পারস্পরিক বাণিজ্যচুক্তি কার্যকর হলে দেশটি থেকে সাড়ে চার হাজার শ্রেণির পণ্য আমদানিতে শুল্ক (কাস্টমস শুল্ক, সম্পূরক শুল্ক ও নিয়ন্ত্রণমূলক শুল্ক) শূন্যে নামিয়ে আনতে হবে বাংলাদেশকে। চুক্তি কার্যকর হওয়ার দিন থেকেই এই সুবিধা কার্যকর হবে। বাকি ২ হাজার ২১০ শ্রেণির পণ্যে ধাপে ধাপে শুল্ক প্রত্যাহার করতে হবে।

আমদানিতে শুল্কছাড় দেওয়া হলেও মূল্য সংযোজন কর বা মূসক বা ভ্যাট, অগ্রিম কর ও অগ্রিম আয়করে ছাড় দেওয়া হয়নি। আমদানি পর্যায়ে এসব কর পরিশোধ করতে হবে। যুক্তরাষ্ট্র থেকে আমদানি হওয়া পণ্যে যে রাজস্ব আদায় হয়, তার ৩৮ শতাংশ আমদানি শুল্ক থেকে এবং ৬২ শতাংশ আসে বিভিন্ন কর থেকে।

অন্যদিকে চুক্তি অনুযায়ী, যুক্তরাষ্ট্রের বাজারে বাংলাদেশের ১ হাজার ৬৩৮ শ্রেণির পণ্য রপ্তানিতে ১৯ শতাংশ পাল্টা শুল্ক দিতে হবে না। এসব পণ্য রপ্তানিতে বাংলাদেশ সুবিধা পাবে। তবে দেশটির স্বাভাবিক আমদানি শুল্ক (এমএফএন) বহাল থাকবে।

গত সোমবার রাতে যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে সই হওয়া পারস্পরিক বাণিজ্যচুক্তি পর্যালোচনা করে এই চিত্র পাওয়া গেছে। গত মঙ্গলবার চুক্তির কপি যুক্তরাষ্ট্রের বাণিজ্য প্রতিনিধির (ইউএসটিআর) ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা হয়। চুক্তি অনুযায়ী, কোনো পণ্যে দুই দেশ কী সুবিধা দেবে ও পাবে, সেসব পণ্যের এইচএস কোডের তালিকাও প্রকাশ করা হয়েছে।

চুক্তি অনুযায়ী, বাংলাদেশের পক্ষ থেকে চার ধাপে যুক্তরাষ্ট্রকে এই শুল্কসুবিধা দেওয়ার কথা বলা হয়েছে। প্রথমত, যুক্তরাষ্ট্র থেকে সাড়ে চার হাজার পণ্য আমদানিতে কাস্টমস শুল্ক, সম্পূরক শুল্ক ও নিয়ন্ত্রণমূলক শুল্ক শূন্য করতে হবে। চুক্তি কার্যকর হওয়ার তারিখ থেকেই এই সুবিধা কার্যকর করতে হবে বাংলাদেশকে। দ্বিতীয়ত, ১ হাজার ৫৩৮ শ্রেণির পণ্যে চুক্তি কার্যকরের দিন থেকেই শুল্ক ৫০ শতাংশ বা অর্ধেক কমাতে হবে। অবশিষ্ট ৫০ শতাংশ চার বছরে সমান হারে কমিয়ে পঞ্চম বছরের ১ জানুয়ারি থেকে তা শূন্য করে ফেলতে হবে। তৃতীয়ত, ৬৭২ শ্রেণির বা ধরনের পণ্যে চুক্তি কার্যকরের প্রথম দিন থেকে ৫০ শতাংশ শুল্ক কমাতে হবে। বাকি শুল্ক ৯ বছরে ধাপে ধাপে কমিয়ে দশম বছরে শূন্যে নামিয়ে আনতে হবে। চতুর্থত, ৪২২ শ্রেণি বা ধরনের পণ্যে বর্তমানে কাস্টমস শুল্ক শূন্য রয়েছে। এটা বহাল রাখতে হবে। এর বাইরে ৩২৬ শ্রেণির পণ্য রয়েছে, যেগুলো থেকে বাংলাদেশ ট্যারিফ শিডিউল অনুযায়ী শুল্ক আদায় করতে পারবে।

চুক্তি অনুযায়ী, যুক্তরাষ্ট্রের পণ্যে কোনো ধরনের কোটা আরোপ করা যাবে না। পাশাপাশি যুক্তরাষ্ট্রের পণ্য আমদানির ক্ষেত্রে যেসব অশুল্ক বাধা রয়েছে, সেগুলো দূর করতে হবে। যুক্তরাষ্ট্রের পণ্য যাতে প্রতিযোগিতায় পড়ে কোনোভাবে ক্ষতিগ্রস্ত না হয়, তা নিশ্চিত করতে হবে বাংলাদেশকে।

জাতীয় রাজস্ব বোর্ড বা এনবিআরের তথ্য অনুযায়ী, গত অর্থবছরে (২০২৪-২৫) যুক্তরাষ্ট্র থেকে প্রায় ২৫০ কোটি ডলারের পণ্য আমদানি করেছে বাংলাদেশ। আমদানি হওয়া এসব পণ্য থেকে কাস্টমস শুল্ক, নিয়ন্ত্রণমূলক শুল্ক ও সম্পূরক শুল্ক বাবদ বাংলাদেশ আদায় করেছে ৭৬২ কোটি টাকা। এর বাইরে মূল্য সংযোজন কর, অগ্রিম আয়কর ও অগ্রিম কর বাবদ আদায় করা হয় ১ হাজার ২২০ কোটি টাকা। সেই হিসাবে চুক্তির ফলে যুক্তরাষ্ট্র থেকে পণ্য আমদানিতে যা রাজস্ব আদায় হয় তার ৩৮ শতাংশ ছাড় দিতে হবে বাংলাদেশকে।

বাংলাদেশি ১,৬৩৮ পণ্যে পাল্টা শুল্ক শূন্য

দুই দেশের স্বাক্ষর করা চুক্তি অনুযায়ী, যুক্তরাষ্ট্রের বাজারে বাংলাদেশের পণ্য রপ্তানির ক্ষেত্রেও দেশটির পক্ষ থেকে কিছু সুবিধা দেওয়া হয়েছে। তাতে যুক্তরাষ্ট্রে মোট ১ হাজার ৬৩৮ পণ্য রপ্তানিতে কোনো পাল্টা শুল্ক দিতে হবে না। এই তালিকায় রয়েছে বেতের তৈরি ঝুড়ি ও ব্যাগ, লৌহজাত পণ্য, গ্রাফাইট, খনিজ, ওষুধ, রাসায়নিক, প্লাস্টিক ও কাঠের নানা পণ্য। গত অর্থবছরে বাংলাদেশ থেকে তৈরি পোশাক ছাড়া মোট ১১৭ কোটি ডলার বিভিন্ন ধরনের পণ্য রপ্তানি হয়েছে দেশটিতে।

বাণিজ্যচুক্তি অনুযায়ী, একসঙ্গে এবং ধাপে ধাপে ৫ থেকে ১০ বছরের মধ্যে যেসব পণ্যে শুল্ক ছাড় দিতে হবে, সেগুলোর মধ্যে সবচেয়ে বেশি শুল্কছাড় দিতে হবে গাড়িতে, এই হার ৮৩০ শতাংশ। চার হাজার সিসির ইঞ্জিনক্ষমতার বেশি বিযুক্ত গাড়ি আমদানিতে ৮৩০ শতাংশ কাস্টমস শুল্ক, সম্পূরক শুল্ক ও নিয়ন্ত্রণমূলক শুল্ক ছাড় দিতে হবে চুক্তি কার্যকরের পরপরই। শুল্কছাড়ের পর এই শ্রেণির গাড়ি আমদানি করলে শুধু দিতে হবে ১৫ শতাংশ ভ্যাট, ৫ শতাংশ অগ্রিম আয়কর ও সাড়ে ৭ শতাংশ অগ্রিম কর। এ ছাড়া চুক্তি কার্যকর হওয়ার পর যুক্তরাষ্ট্রের ১৪৬ শ্রেণির বা ধরনের গাড়িতে শুল্কমুক্ত আমদানির সুবিধা দিতে হবে বাংলাদেশকে। এসব গাড়ির মধ্যে রয়েছে নানা ইঞ্জিনক্ষমতার অ্যাম্বুলেন্স ও মাইক্রোবাস।

কৃষি, প্রাণী ও মৎস্যজাত পণ্যেও শুল্কছাড় দেওয়ার বিধান রয়েছে চুক্তিতে। এই তালিকায় রয়েছে গরুর মাংস, দুগ্ধজাত পণ্য, শুকনা খেজুর, অ্যাভোকাডো, কমলা, লেবু, আঙুর, তরমুজ, আপেল, পার্সিমন, স্যামন মাছ, টুনা মাছ, অক্টোপাস ইত্যাদি।

এ ছাড়া বিভিন্ন ধরনের রাসায়নিক, প্লাস্টিক পণ্য, স্মার্টফোন, রেফ্রিজারেটর, এয়ার কন্ডিশনার, সামরিক অস্ত্র আমদানিতে শুল্কসুবিধা দিতে হবে বাংলাদেশকে।

আবার যুক্তরাষ্ট্র থেকে আমদানি করা তুলা দিয়ে তৈরি পোশাক রপ্তানিতেও পাল্টা শুল্ক শূন্য হবে। সে ক্ষেত্রে শুধু স্বাভাবিক শুল্ক দিতে হবে, বাংলাদেশের পণ্যের ক্ষেত্রে স্বাভাবিক সেই গড় শুল্ক হার ১৬ থেকে ১৭।

চাপে পড়বে রাজস্ব আয়

চুক্তি অনুযায়ী, যুক্তরাষ্ট্রের পণ্যে শুল্কছাড় দেওয়ার ফলে রাজস্ব আদায় কিছুটা চাপে পড়বে বলে মনে করছেন সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা। তাঁরা বলছেন, এই শুল্কছাড় দিতে হবে শুধু যুক্তরাষ্ট্রের আমদানি পণ্যের জন্য। তবে বিশ্ববাণিজ্য সংস্থাকে তা জানাতে হবে। সংস্থাটি তা গ্রহণ করলে অন্য দেশকে একই সুবিধা দিতে হবে না। আর যদি বিশ্ববাণিজ্য সংস্থা তাতে আপত্তি তোলে, তাহলে অন্য দেশের পণ্যেও এই ধরনের সুবিধা দিতে হতে পারে।

বেসরকারি গবেষণা সংস্থা সেন্টার ফর পলিসি ডায়ালগের (সিপিডি) সম্মাননীয় ফেলো মোস্তাফিজুর রহমান *প্রথম আলো*কে বলেন, যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে যে চুক্তি হয়েছে, তা মুক্তবাণিজ্য চুক্তি নয়। বিশ্ববাণিজ্য সংস্থার বিধান অনুযায়ী, মুক্তবাণিজ্য চুক্তি না হলে এই সুবিধা অন্য দেশকেও দিতে হবে। সে ক্ষেত্রে বিপুলসংখ্যক পণ্য আমদানিতে শুল্কসুবিধার প্রভাবে আমদানি পর্যায়ে রাজস্ব আদায়ে বিরাট চাপ তৈরি হওয়ার শঙ্কা রয়েছে।

The Daily Star
12 FEB 2026

Govt to scrap tariffs on 4,500 US products

Tariffs on additional 2,210 products to be eliminated within 10 years

MOHAMMAD SUMAN

Bangladesh has agreed to eliminate customs duties, supplementary duties, and regulatory duties on approximately 4,500 products from the United States as part of the newly signed reciprocal trade agreement, marking one of the most significant tariff reduction measures in recent years.

Besides, tariffs on another 2,210 products will be phased out over varying timelines.

In return, the US has waived retaliatory tariffs on 1,638 Bangladeshi products, including cane and natural fibre, iron and steel, minerals, pharmaceuticals, chemicals, plastics, wood, and apparel made from US cotton. However, the regular most-favoured-nation (MFN) tariffs averaging 16 to 17 percent will still apply on these goods.

Most crucially, the US has reduced the reciprocal tariff rate on Bangladeshi exports by one percent to 19 percent under the deal signed on Monday and later published by the Office of the United States Trade Representative (USTR). The document contains detailed schedules of concessions based on HS (Harmonized System) codes.

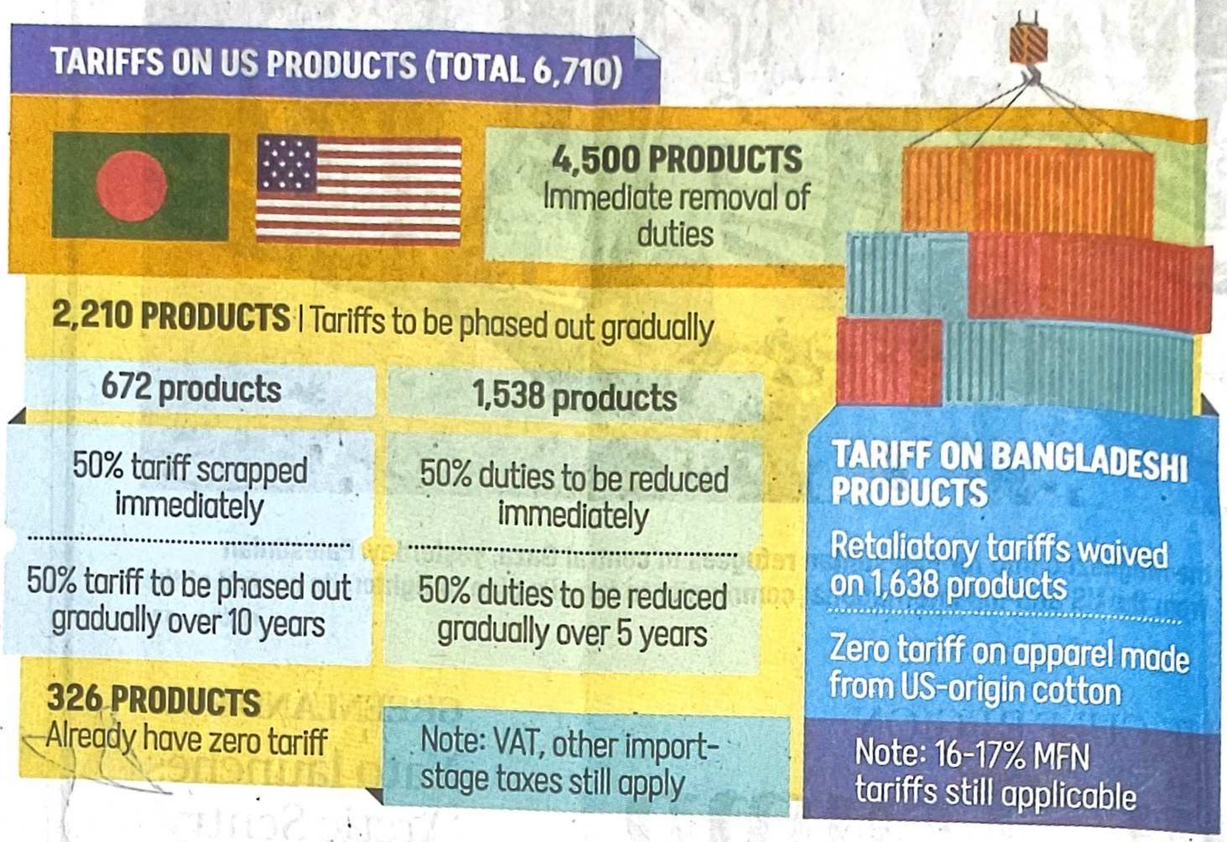

US TRADE DEAL IN FOCUS

The tariff waiver on 4,500 goods is effective from the date the deal was signed.

Out of the other 2,210 products where tariffs will be phased out, duties on 1,538 goods have already been reduced by 50 percent from the day the deal was signed. The other 50 percent of the duties will be withdrawn in equal instalments over four years and fully eliminated from January 1 of the fifth year.

In case of the other 672 products, half of the existing tariff will be scrapped initially, while the remainder will be phased out gradually over nine years and brought down to zero in the tenth year.

Apart from a total of 6,710 products (4,500 and 2,210), Bangladesh already does not impose any tariff on 422 products imported from the US, and that will remain unchanged.

Meanwhile, Bangladesh will continue to apply tariffs on an additional 326 products as per the current tariff schedule.

Despite the sweeping duty cuts, the agreement does not provide exemptions from value-added tax (VAT), advance income tax, or advance tax at the import stage.

Importers will continue to pay these taxes, meaning that while customs-related duties will be withdrawn, revenue collection from other import-stage taxes will remain in place.

According to National Board of Revenue (NBR) data, Bangladesh imported goods worth about $2.5 billion from the United States in the fiscal year (FY) 2024-25. From these imports, the government collected Tk 762 crore in customs-related duties and Tk 1,220 crore in VAT and advance taxes. Customs, supplementary, and regulatory duties account for roughly 38 percent of total revenue collected from US-origin goods.

The US products covered under the recently signed agreement span a broad range of sectors.

In agriculture and food, the list includes wheat, corn, soybeans and soybean oil, raw cotton, dairy products, processed foods, animal feed, fruits, and nuts.

In energy and minerals, it covers liquefied natural gas (LNG), mineral fuels, coal, and petrochemical products.

Other key sectors include textiles and industrial raw materials such as yarn and specialised fabrics; chemicals and pharmaceuticals, including industrial chemicals, plastics, fertilisers, and medicines; machinery and industrial equipment such as electrical machinery, agricultural equipment, generators, turbines, and aircraft parts; and iron, steel, and other metal products.

Technology and high-value goods, including electronic components, telecommunications equipment, and scientific instruments, are also covered, alongside consumer goods such as wood and paper products, furniture and household items.

In return, the US has waived retaliatory tariffs on 1,638 Bangladeshi products. These include cane and natural fibre products, iron and steel goods, graphite and mineral items, pharmaceuticals, chemicals, plastics and wood-based products. Apparel made from US-origin cotton will also qualify for zero retaliatory duty, although MFN tariffs --averaging 16 to 17 percent--will remain applicable.

The agreement comes against the backdrop of evolving trade tensions. On April 2, 2025, US President Donald Trump announced retaliatory tariffs on exports from 100 countries. Bangladesh initially faced a 37 percent rate, later reduced to 35 percent in July and to 20 percent in August following negotiations.

As part of this deal, the US has cut its reciprocal tariff on Bangladeshi exports from 20 percent. Including previous duties, the overall tariff burden on Bangladeshi exports to the US currently stands at about 34 percent.

Md Hafizur Rahman, former director general of the WTO Cell at the Ministry of Commerce, said the proposed measure could offer notable tariff advantages for Bangladesh's garment sector.

"If garments are produced using US raw materials, the existing 19 percent reciprocal duty could be reduced to zero. That would be a major benefit for us," he said, adding that it could strengthen Bangladesh's position against competitors.

"Our key competitors, India and Pakistan, have their own cotton. If they import and instead rely on local cotton, domestic prices there may fall, and their farmers could suffer. From that perspective, this is a very positive sign for Bangladesh. It may lead to an increase in our RMG exports," he said.

However, he cautioned that the benefits would come with significant obligations.

"Bangladesh will have to sign 13 new intellectual property rights agreements and conventions for implementation. Enforcement will have to be much stricter, which may limit the flexibilities we enjoyed during the LDC transition period," he said.

Rahman warned that failure to comply could lead to losses and noted concerns over pricing rules.

"If a foreign investor sets up operations in Bangladesh and exports at prices lower than the market rate, and that leads to export losses of US to Bangladesh or any other country, then action may be required. However, it is not entirely clear which 'market price' would be used as a benchmark," he noted.

"In such cases, the United States would inform Bangladesh, and the government would need to take measures. This may create uncertainty for export-oriented investors, as companies will have to consider whether they can price their products below prevailing market rates without triggering complications," he said.

Rahman noted that while US companies generally operate in high-value segments, price competition could still become an issue.

"There are also several additional compliance requirements that Bangladesh will have to fulfil," he added.

The Financial Express

12 FEB 2026

Election offers hope to garment sector

- Garment sector battered by US tariffs, domestic unrest
- Manufacturers say new government must ensure stability
- New US trade deal has brought some relief, says industry

Millions of Bangladeshi garment workers and their bosses will vote on Thursday for a new government hoping it can save the country's biggest industry, which has suffered six straight months of falling exports due to U.S. tariffs and domestic political and labour unrest, reports Reuters.

The garment sector is Bangladesh's economic lifeblood, driving 80% of exports and more than 10% of the economy, and supplies some of the world's global brands.

In a country of 175 million, nearly four million workers, mostly women, keep the garment industry running.

"The industry is in a critical condition, and if steps are not taken now, it can be worse," said Mohiuddin Rubel, additional managing director of Denim Expert Ltd, which supplies brands including H&M.

Factory owners are calling for long?term policy stability, a sustainable wage mechanism, a recovery in the banking sector, and competitive energy costs.

Politicians from both major parties, the Bangladesh Nationalist Party and Jamaat?e?Islami, have vowed to reduce the economy's heavy reliance on the sector.

"We cannot depend on one industry forever," Jamaat said on social media. "Our manifesto expands exports beyond garments into leather, jute, pharmaceuticals and agro?processing."

TRUMP TARIFFS 'BIG DISASTER'

Factory owners say exports have slowed because of U.S. tariffs and political instability following the 2024 ouster of long?time leader Sheikh Hasina.

U.S. President Donald Trump first imposed a 37% tariff on Bangladeshi imports in April 2025, reduced it to 35% in July negotiations and then to 20% from August 1 before agreeing to 19% on Monday under a new trade deal.

Bangladesh previously paid roughly 15% duty to access its largest market.

Under the deal, the United States will set up a system allowing a certain volume of Bangladeshi textile and apparel exports to enter duty?free. The size of the zero?tariff quota will be linked to how much U.S.-made textile inputs such as cotton and man?made fibres Bangladesh buys.

Bangladesh currently imports cotton mainly from Brazil, India, Africa and the United States.

Industry leaders say the deal offers some relief and potential opportunities, but its overall impact will depend on pricing, the quota formulae and how the supply chain adjusts.

"The tariff has been a big disaster," Fazlee Shamim Ehsan, vice president of the Bangladesh Knitwear Manufacturers and Exporters Association, told Reuters before the new deal was announced.

"There is no stability. Some months we get small orders, other months big orders, because the market is so unpredictable."

Ehsan, who owns three factories, said 2025 was the first year in his 20 years in business that he lost money - "equivalent to two to three years of profits".

"Even during the COVID-19 period, I paid full salaries to my workers and did not incur losses despite production stoppages," he said.

INSTABILITY WORSENING PAIN

Some factory owners said buyers were pulling orders due to reports of instability in the country, including mob attacks on media houses in December. An unelected interim government has governed Bangladesh since a deadly popular uprising forced Hasina to flee to New Delhi in August 2024.

"This unstable situation has meant that exports have dipped ... it has never been so bad before," said Md. Shehab Udduza Chowdhury, vice president of the Bangladesh Garment Manufacturers and Exporters Association.

He said the U.S. deal "gives us a little relief, it is a little hope for us".

Bangladesh also saw major labour unrest in 2024 as workers and unions pushed for a 23,000?taka ($208) minimum monthly wage, up from the 8,300?taka rate set in 2019 by the Hasina government.

In response, the interim government increased the annual wage increment to 9% from the earlier 5% and shortened the next wage review cycle from five to three years.

Manufacturers say the changes have increased their financial strain and eaten into profits, even as international buyers pressure them to produce faster and cheaper.

Garment bosses said the U.S. deal was badly needed and a democratically-elected government offered hope.

"The 0% reciprocal tariff offer, along with the fact that we will soon have an elected government, means that things could improve for the ready-made garments industry," said Faisal Samad, a BGMEA director and managing director of Surma Garments Ltd that sells to Reebok, Primark and others.